দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকের ছড়াছড়ি

আধুনিকতা-ফ্যাশন মনে করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়ামের শিক্ষার্থীরা : পিছিয়ে নেই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষার্থীরাও

ফারুক হোসাইন : তিন বছর আগে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ব্র্যাক) ভর্তি হয়েছেন তন্ময় (ছদ্মনাম)। ভর্তির সময় সিগারেট পর্যন্ত ছুঁয়ে দেখতেন না তিনি। তবে তিন বছরের ব্যবধানে এই তন্ময়ই এখন নিয়মিত ইয়াবা সেবন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র রতন (ছদ্মনাম) ভর্তির সময় বন্ধুদের সাথে মাঝে মাঝে ধূমপান করতেন। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে সেই রতন এখন নিজে ইয়াবা গ্রহণ করেন এবং সরবরাহ করেন আশপাশের আরও অনেকেই। একই অবস্থা দেশের অন্যান্য প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজের। নিয়ন্ত্রণহীন মাদকের বিস্তৃতি এখন দেশজুড়েই। রাজধানীর স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে মাদক দ্রব্য। মাদকের এই সহজলভ্যতার কারণে এর প্রতি সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে নতুন প্রজন্ম। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকাসক্তদের দুই-তৃতীয়াংশই স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী। মাদক সেবনকে আধুনিকতা ও ফ্যাশন মনে করেই তা গ্রহণ করেন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। পিছিয়ে নেই পাবলিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও। জীবনকে 'ইনজয়' করার জন্য এবং বন্ধুদের মাধ্যমে প্রথমে টেস্ট করার মাধ্যমে শুরু হয় মাদকাসক্তি। এরপর চলতেই থাকে। শিক্ষাবিদ, মনোবিজ্ঞানী ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন ভয়াল মাদক তারুণ্য, মেধা, বিবেক, লেখাপড়া, মনুষ্যত্ব-সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিনষ্ট করে দিচ্ছে স্নেহ-মায়া, ভালোবাসা, পারিবারিক বন্ধন পর্যন্ত। মাদকাসক্ত সন্তানের হাতে খুন হচ্ছে বাবা-মা সহ ঘনিষ্ঠজনরা। নেশার টাকা না পেয়ে স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা, মাকে জবাই করা, আদরের সন্তানকে বিক্রি করে দেওয়ার মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান বলেন, পরিবারে বাবা-মায়ের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকলে এবং অশান্তি থাকলে ছেলে-মেয়েরা বন্ধুদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করে। তাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করে এবং কোন বন্ধু মাদকাসক্ত হলে তাদের মাধ্যমে অন্যরাও আসক্ত হয়ে পড়ে। এ থেকে উত্তরণের জন্য তিনি পারিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি ও বাবা-মাকে বেশি বেশি সময় দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

জানা যায়, দেশে ৩২ ধরনের মাদক পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে রয়েছে হেরোইন, গাঁজা, চোলাই মদ, দেশি মদ, বিদেশি মদ, বিয়ার, রেক্টিফাইড স্পিরিট, কোডিন, ফেনসিডিল, তাড়ি, প্যাথেডিন, ব্রুপ্রেনরফিন, টিডি জেসিক, ভাং, কোডিন ট্যাবলেট, ফার্মেস্টেড, ওয়াশ (জাওয়া), বেনোজেসিক ইনজেকশন (বুপ্রেনরফিন), টেরাহাইড্রোবানাবিল, এন্ড্রএলমুগের, মরফিন, ইয়াবা, আইসপিল, ভায়াগ্রা, সানাগ্রা, টলুইন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, মিথাইল, ইথানল ও কিটোন। এ ছাড়া ইনোকটিন, সিডাক্সিনসহ বিভিন্ন ঘুমের ট্যাবলেট, জায়বাকসহ ব্যথানাশক ওষুধ কিংবা টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে কেউ কেউ নেশা করে থাকে। এসব দ্রব্যের নেশাজনিত চাহিদা থাকায় বেশির ভাগই ভেজাল উৎপাদিত হচ্ছে দেশেই।

বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে মাদক দ্রব্য এতোটাই সহজলভ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, ইচ্ছা করলেই যে কোন শিক্ষার্থী তা নিতে পারছে। আর মাদকের সহজলভ্যতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে দিন দিন বেড়েই চলেছে মাদকের থাবা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকলেও নিয়ন্ত্রণ নেই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। মাদকসেবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বেশিরভাগই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজের। আধুনিকতা-ফ্যাশন আর নিজেদের স্মার্ট বানাতে তারা গ্রহণ করে থাকেন মাদক দ্রব্য। একই অবস্থা প্রাইভেট মেডিকেলের শিক্ষার্থীদের। বিত্তবান পরিবারের সন্তানরাই এর মধ্যে প্রথমভাগে অবস্থান করছে। তারা মনে করে ধূমপান বা ইয়াবা না খেলে নিজেকে আধুনিক মনে হয় না। তাদের মাধ্যমে নানান মাদক ছড়াচ্ছে বন্ধুদের কাছে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থীর সাথে কথা বলে জানা যায়, তাদের একটি করে গ্রুপ রয়েছে। যারা নিয়মিত ইয়াবা সেবন করেন। নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী পল্লব (ছদ্ম নাম) বলেন, বন্ধুরা সবাই ইয়াবা গ্রহণ করে। তাদের সাথে চলতে গিয়ে নিজে না গ্রহণ করলে অন্যরা ব্যাকডেটেড বলে। আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের শিক্ষার্থী কনক নিজেকে ইয়াবাসেবী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন। তিনি বলেন, ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য তাদের গ্রুপ গ্রহণ করে। তাদের অধিকাংশই ধনী পরিবারের সন্তান। ইয়াবা গ্রহণের পর কি করেন জানতে চাইলে কনক বলেন, তাদের বিশাল একটি গ্রুপ আছে যারা প্রতিরাতে ইয়াবা সেবন করে এবং রাত জেগে মোবাইল কনফারেন্সে এক সঙ্গে কথা বলে। তবে হঠাৎ করে ইয়াবা গ্রহণ কিংবা অন্যান্য মাদক দ্রব্য গ্রহণের ঘটনা হাতে গোনা দু'একটি ছাড়া তেমন নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধূমপানে অভ্যস্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদক দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন শিক্ষার্থীরা। যার শুরুটা হয় স্কুল কিংবা কলেজ থেকে। বেশিরভাগ মাদক গ্রহণকারী শিক্ষার্থী কৌতূহলের বশে বা বন্ধুদের তাড়নায়, সাময়িক কোনো হতাশার কারণে, নিছক শখ ও ফ্যাশন হিসেবে প্রাথমিকভাবে মাদক গ্রহণ করে। এরপর ধীরে ধীরে তার শরীর ও মন মাদকনির্ভর হয়ে পড়ে। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ধূমপানসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য গ্রহণে প্রধান ভূমিকা রাখে প্রেমে ব্যর্থ হওয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি কাজ করে থাকে। নর্থ সাউথ, ব্র্যাক, এআইইউবি, নর্থান, আশা, আইইউবিএটিসহ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী ঢাকার বিভিন্ন বার, ক্লাবে গিয়ে মাদক গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস কেও মাদক গ্রহণে নিরাপদ হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বেসরকারি মেডিকেল কলেজের এক ছাত্রী জানান, শুধু মাত্র শখের বশে মাদক গ্রহণ করতে গিয়ে এখন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। ক্লাস করে বন্ধুদের সাথে বের হয়ে বন্ধুর হাট, টিএসসি চত্বরে বসে নিশা গ্রহণ করি।

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সূত্রে জানা যায়, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় রাজধানীতে মাদকাসক্তদের সংখ্যা ভয়াবহ। রাজধানীর প্রায় প্রতিটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজে হাত বাড়ালেই অনায়াসে পাওয়া যায় ইয়াবা, হেরোইন, ফেনসিডিলসহ অন্যান্য মাদক দ্রব্য। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ধনী পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে ব্যয়বহুল মাদকদ্রব্যগুলোই বেশি সেবন করে থাকেন তারা। তবে পিছিয়ে থাকছেনা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথসহ দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এবং ঢাকা কলেজ, ইডেন, বদরুন্নেছাসহ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরাও ধীরে ধীরে একই পথে হাঁটছেন। ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হেরোইন, ইয়াবার পাশাপাশি ফেনসিডিল, মরফিন, পেথিডিন, বিয়ার, চেতনানাশক ঘুমের ওষুধ, কাশির সিরাপ, গাঁজা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য গ্রহণ দিন দিন আশঙ্কাজনকহারে বাড়ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদক দ্রব্য সেবনকারী কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদকের ছড়াছড়ি। কেউ চাইলেই তা পাওয়া যায় হাতের মুঠোতেই। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার পাশে চানখারপুল, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, গাউসুল আজম মার্কেট, বকশীবাজার মোড়, মুহসীন হল মাঠে, পলাশী, আজিমপুর মেটানিটি হাসপাতাল, কলোনি এলাকা, মল চত্বর, ঢাকা মেডিকেল গেট, শহীদ মিনারের এবং টিএসসি সংযোগ সড়কসহ আশপাশের বেশ কয়েকটি স্থানে সন্ধ্যার পর থেকে বিশেষ সঙ্কেতের মাধ্যমে বিক্রি হচ্ছে মাদক। চা, পান-সিগারেট বিক্রেতা এবং বিভিন্ন পণ্যের আড়ালে বিক্রি করছে মাদকদ্রব্য বিক্রি হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রভাবশালীরা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতেও পৌঁছে দেয় বিক্রেতারা। সিগারেটের ভেতরে গাঁজা ভরে বিক্রি করা হচ্ছে অবলিলায়। পাশাপাশি পাওয়া যায় হেরোইনের পুরিয়া আর ইয়াবা ট্যাবলেট। এসব বিক্রিতে জড়িত রয়েছেন রিকশা চালক, চা-সিগারেট বিক্রেতা, বাদাম বিক্রেতারা আড়ালে গাঁজা-হিরোইন বিক্রি করে থাকে। তবে তাদেরকে এই মাদক দ্রব্য সরবরাহ করে থাকেন রাঘোব-বোয়ালেরা। এছাড়া সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ ক্যাম্পাসের আশপাশে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী ছিন্নমূল পরিবারের মহিলা সদস্যরা এসব মাদক বিক্রির সাথে জড়িত রয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদক সেবনকারীদের কয়েকজন জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের ওষুধের দোকান থেকে কাশির সিরাপ চাইলেই ডেক্সোপেটিন নামক নেশা উদ্রেককারী সিরাপ দেয়া হয়। আর ঘুমের ওষুধের জন্য যে কোনো পরিমাণ সিডিল, নবক্টিন নামক চেতনানাশক ঘুমের ওষুধ কোনো প্রকার ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই সেখানে পাওয়া যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের অনেকেই সহজে ঘুমের ওষুধ, সিরাপ, জুস মিশিয়ে নতুন এক ধরনের মাদক নিজেরাই তৈরি করেন। প্রকাশ্য বিয়ার বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও অভিযোগ আছে যে বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকা ও বেশ কিছু দোকানে বিয়ার বিক্রয় করা হয়। ক্যাম্পাসের উঁচু বটতলা, পরিবহন চত্বরের পিছনে, টার্জান পয়েন্ট, ছেলেদের আবাসিক হলের ছাদ, সুইমিং পুল, লাইব্রেরি চত্বরের পিছনে বসে মাদকদ্রব্য গ্রহণ ও সেবনের আসর। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও পুরান ঢাকার অলিতে গলিতে দেদারসেই বিক্রি হচ্ছে মাদকদ্রব্য। ঢাকা মেডিকেল কলেজের আশপাশ ও হলে এবং বুয়েটের আশপাশেও হাতের নাগালেই থাকছে মাদকদ্রব্য।

তবে কেবল রাজধানীই নয়, শহর-বন্দর-গঞ্জ, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাচ্ছে চোলাই মদ, গাঁজা, ইয়াবা, ইনজেকশন, হিরোইন, আফিমসহ বিভিন্ন মাদক। এখন উপজেলা পর্যায়েও একাধিক পয়েন্টে চলে মাদকের কেনাবেচা। বিভিন্ন কাশির সিরাপের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে তৈরি করা এ নেশাদ্রব্য। সহজলভ্য মদ-গাঁজা আর নিজেদের তৈরি ঘুটার পাশাপাশি অননুমোদিত যৌন উত্তেজক নেশাজাতীয় কোমল পানীয় (এনার্জি ড্রিংক) দ্বারাও নেশা করছে তরুণ-তরুণীরা।

ইয়াবার আগ্রাসন ও এর প্রতিরোধ প্রসঙ্গে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মোহিত কামাল বলেন, ইয়াবায় আসক্তরা এক পর্যায়ে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাদের আচরণে নিষ্ঠুরতা ও হিংস্রতার প্রকাশ পায়। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক ইয়াবা আসক্ত শিক্ষিত তরুণ-তরুণী তার কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। দেশব্যাপি ইয়াবার মারণ ছোবল থেকে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ কোনো দলের নেতাকর্মীরাই নিরাপদ নন। তাই সময় থাকতে ইয়াবা প্রতিরোধে সকলকে সম্মিলিতভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানান এই বিশেষজ্ঞ। সৈয়দ তানভীর রহমান বলেন, চ্রাল ব্যবসায়ীরা টার্গেট করে শিক্ষার্থীদের হাতে মাদক তুলে দিচ্ছে। বন্ধুদের মধ্যে একজনের মাধ্যমে অন্যদেরকেও মাদকাসক্ত করে ফেলে। এছাড়া স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই ছেলে-মেয়েরা মাদক সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে এটি নিয়ে তাদের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাবা-মা এর ক্ষতিকর বিষয় নিয়ে কোন কথা বলেন না কিংবা পাঠ্যপুস্তকেও এই বিষয়ে কোন আলোচনা নেই। দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাদকাসক্ত হওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, মেধাবী শিক্ষার্থীরা বুয়েট, মেডিকেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয় কিন্তু ভর্তির পর নানা কারণে তারা মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে না। এছাড়া তাদের হলে বসবাসও মানসিকভাবে সুস্থ থাকার মতো না।